# এনসিপির ডায়াস্পোরা উপকমিটিতে নতুন দায়িত্বে আসিফ মাহমুদ, মনিরা শারমিন

নিজস্ব প্রতিবেদক: জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রবাসী সংগঠন দেখভালের জন্য গঠিত 'ডায়াস্পোরা বিষয়ক উপ-কমিটি'র প্রধান করা হয়েছে আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়াকে। এই উপ-কমিটির উপপ্রধান হলেন মনিরা শারমিন। সোমবার (২৬ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এনসিপির আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেনের অনুমোদনক্রমে দলের ডায়াস্পোরা বিষয়ক কার্যক্রমকে গতিশীল ও কার্যকর করা, দলীয় কার্যক্রমের সমন্বয় এবং প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক কার্যক্রম সুসংহত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে 'ডায়াস্পোরা বিষয়ক উপ-কমিটি' গঠন করা হলো।

এনসিপির ডায়াস্পোরা উপকমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন রাফে সালমান রিফাত, তানজিল মাহমুদ, আয়মান রাহাত ও তারেক রেজা। সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন রিদওয়ান হেসেন অক্ষর, আরাফাত হোসেন আলিফ, জসিম উদ্দিন ও আলমগীর চৌধুরী আকাশ। ব্যারিস্টার নুরুল হুদা জুনেদকে উপকমিটির প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক করা হয়েছে।

## নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে

(প্রথম পাতার পর)

করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একই সঙ্গে মারুবেনি করপোরেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগ সম্প্রসারণ এবং দুই দেশের ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়নে তার ভূমিকার জন্য ধন্যবাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে অর্থনৈতিক অংশীদারি আরো সুদৃঢ় করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় মাসুমি কাকিনোকি দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক অংশীদারি চুক্তি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণ, জাপানি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টির প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি), নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং উন্নত উৎপাদনশিল্পসহ সম্ভাবনাময় খাতে জাপানি বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি কাঠামোর মাধ্যমে এসব খাতে বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য সুযোগ রয়েছে।'

কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কম্পানি লিমিটেডের (কাফকো) আধুনিকায়ন এবং দেশে দ্বিতীয় একটি সার কারখানা স্থাপনের সম্ভাবনা যাচাইয়ে জাপানের সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রক সংস্কার, বিনিয়োগসংক্রান্ত অনুমোদনপ্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি জোরদারের মাধ্যমে জাপানি ব্যবসায়ীদের জন্য বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ আরো সম্প্রসারণে সরকার কাজ করছে।' এর আগে গত ১১ অক্টোবর ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মারুবেনি করপোরেশনের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাসায়ুকি ওমোতোর নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধিদল। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে মারুবেনি করপোরেশনের সঙ্গে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), সাইবার নিরাপত্তা, সার ও জ্বালানি খাতে সহযোগিতা এবং বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগ সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা হয়।

## ভারত ট্রান্সশিপমেন্ট বন্ধ

(প্রথম পাতার পর)

তুলা উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আবার কৃত্রিম তন্তু বা নন-কটন পোশাক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পেট্রোকেমিক্যালও পর্যাপ্ত পরিমাণে দেশে উৎপাদিত হয় না। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সরকারের কার্যকর নীতিসহায়তা প্রয়োজন। তিনি বলেন, আমাদের র-ম্যাটেরিয়ালস আনতে হয়। সেই জায়গায় আমাদের গ্লোবালি কমপিট করে থাকার জন্য পলিসি সাপোর্ট দরকার। বাট এই পলিসি সাপোর্টের কারণেই আমরা আবার পিছিয়ে যাচ্ছি।

**ভারতের ট্রান্সশিপমেন্ট বন্ধে রপ্তানিতে প্রভাব**

ভারতের মাধ্যমে পণ্য পরিবহন এবং স্থলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানির সুযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি বলেন, আগে অনেক চেষ্টার পর স্থলবন্দর দিয়ে পার্সেল শিপমেন্টের সুযোগ চালু করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সুতা আমদানির জন্য স্থলবন্দর ব্যবহারের সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, এরপর ভারত বাংলাদেশের জন্য ট্রান্সশিপমেন্ট বন্ধ করে দেয়। এতে বাংলাদেশের রপ্তানি কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ব্যবসায়ীরা লোকসানের মুখে পড়েন।ফারুক হাসান বলেন, ভারতীয় বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিমাণ একসময় প্রায় ১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছিল। পরে তা কমে ৫০০ থেকে ৬০০ মিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। ভবিষ্যতে এর পরিমাণ আরও কমতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।তার মতে, আমদানি ও পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দেশের রপ্তানি খাতের ওপর এর সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনা করা জরুরি। কারণ, কাঁচামাল আমদানি ও পণ্য পরিবহনে বাধা তৈরি হলে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার সক্ষমতাও কমে যায়।

**যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশআন্তর্জাতিক বাজারে**

বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির অবস্থান নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন ফারুক হাসান। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে একসময় বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ ছিল। বর্তমানে চীন বাংলাদেশকে পেছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে ও বাংলাদেশ তৃতীয় অবস্থানে নেমে গেছে।ইউরোপের বাজারে ডেনিম রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী হলেও প্রতিযোগী দেশগুলো এগিয়ে যাচ্ছে বলে জানান তিনি। তার মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা ধরে রাখতে হলে নীতিগত সহায়তা, কাঁচামাল আমদানির সুবিধা এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।রপ্তানি বাড়াতে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং দক্ষ জনবল তৈরির ওপরও গুরুত্ব দেন ফারুক হাসান। তিনি বলেন, দেশের রপ্তানি বাড়ানো ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ধরে রাখতে সরকার এবং বেসরকারি খাতকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।তিনি বলেন, সরকারের পলিসি সাপোর্টগুলো আমাদের কন্টিনিউয়াসলি দরকার এবং এনবিআর থেকে আরও ফ্রেন্ডলি সাপোর্ট দরকার। কারণ, সেখান থেকেই আমরা বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছি।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক স্বরাষ্ট্র ও বাণিজ্যমন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের (বিইএফ) সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, বিজিএপিএমইএর সাবেক সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন মতি এবং বিপিএমইএর সভাপতি মো. শাহরিয়ার।বিপিএমইএর উদ্যোগে এবং এশিয়ান প্যাকেজিং ফেডারেশনের (এপিএফ) সহযোগিতায় আয়োজিত তিনদিনব্যাপী 'বিপিএমইএএপিএফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং প্রোগ্রামৃ২০২৬'-এর প্রতিপাদ্য ছিল 'স্থানীয় ও বৈশ্বিক বাজারের জন্য টেকসই ও মানসম্মত প্যাকেজিং'।

**এনবিআরের নীতিতে জটিলতা, বন্দরে আটকে পণ্য**

সুতা আমদানি ও বন্ড সুবিধাসংক্রান্ত এনবিআরের সার্কুলারের বিষয়েও বক্তব্য দেন ফারুক হাসান। তিনি বলেন, ৭ সেপ্টেম্বরের আগে খোলা ঋণপত্রের (এলসি) আওতায় আমদানি করা পণ্য ছাড়ের সুযোগ রাখা হলেও পরবর্তী সার্কুলারে ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে পণ্য ছাড়ের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।তার ভাষ্য অনুযায়ী, এ কারণে বন্দরে অনেক কনটেইনার আটকে রয়েছে। ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়ে পণ্য ছাড় করার চেষ্টা করেও অনেক প্রতিষ্ঠান সফল হচ্ছে না।তিনি বলেন, 'এটা এনবিআরই দিয়েছে, আবার এনবিআরই এটা অ্যাকশনে আছে। মানে বন্ড বা কাস্টম হাউস, এগুলো তো সব এনবিআরের আন্ডারে।'ফারুক হাসান মনে করেন, এ ধরনের নীতিগত অস্পষ্টতা দূর করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। আমদানি করা কাঁচামাল সময়মতো খালাস না হলে কারখানার উৎপাদন ও রপ্তানি কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।ডেনিম ও পোশাক রপ্তানিতে বাড়ছে প্রতিযোগিতাবাংলাদেশের ডেনিম রপ্তানি নিয়ে প্রচলিত সাফল্যের আলোচনার পাশাপাশি প্রতিযোগী দেশগুলোর অগ্রগতির দিকেও নজর দেওয়ার আহ্বান জানান ফারুক হাসান। তিনি বলেন, ইউরোপের বাজারে ডেনিম রপ্তানিতে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। তবে প্রতিযোগী দেশগুলো এগিয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের ব্যবধান কমে এসেছে।যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। তার দাবি, গত বছর পর্যন্ত দেশটির পোশাক রপ্তানির বাজারে বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল। বর্তমানে চীন বাংলাদেশকে পেছনে ফেলে দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে এবং বাংলাদেশ তৃতীয় স্থানে নেমে গেছে।তার মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা ধরে রাখতে শুধু উৎপাদন সক্ষমতা থাকলেই হবে না; প্রয়োজন ধারাবাহিক নীতিসহায়তা, আমদানি প্রক্রিয়া সহজ করা এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক স্বরাষ্ট্র ও বাণিজ্যমন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের (বিইএফ) সভাপতি ফজলে শামীম এহসান এবং বিজিএপিএমইএর সাবেক সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন মতি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিপিএমইএর সভাপতি মো. শাহরিয়ার।বিপিএমইএর উদ্যোগে এবং এশিয়ান প্যাকেজিং ফেডারেশনের (এপিএফ) সহযোগিতায় আয়োজিত তিন দিনব্যাপী 'বিপিএমইএএপিএফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং প্রোগ্রামৃ২০২৬' এর প্রতিপাদ্য ছিল 'স্থানীয় ও বৈশ্বিক বাজারের জন্য টেকসই ও মানসম্মত প্যাকেজিং'। দেশের প্যাকেজিং ও অ্যাকসেসরিজ খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা এবং বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা জোরদার করার লক্ষ্যে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

## রাষ্ট্রায়ত্ত ৩ ব্যাংকে নতুন

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মো. মাহবুব আলম এর আগে বেসরকারি সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসিতে অতিরিক্ত পরিচালক ও প্রধান ঝুঁকি কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

অন্যদিকে মো. নুরুল হুদা বর্তমানে জনতা ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। অর্থাৎ জনতা ব্যাংকের শীর্ষ পদে বেসরকারি ব্যাংকের সাবেক একজন কর্মকর্তা নিয়োগ পেলেও বেসিক ব্যাংকের দায়িত্ব পাচ্ছেন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকটিরই একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা। এছাড়া অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হওয়া নূর মোহাম্মদ যমুনা ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রজ্ঞাপনে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯৯ অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্তদের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর শীর্ষ ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এ নিয়োগ দেওয়া হলো। এর আগে সরকারি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগ ও চুক্তির শর্ত পুনর্বিবেচনা নিয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে বিভিন্ন কার্যক্রম চলে। নতুন নিয়োগের মধ্য দিয়ে জনতা ও বেসিক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় নতুন নেতৃত্ব দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে।

## বাংলাদেশে ৬৩৫ কোটি

(প্রথম পাতার পর)

অনুযায়ী, জাপানি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সুমিতোমো করপোরেশনসহ কয়েকটি পক্ষ বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নে যুক্ত রয়েছে। এ অঞ্চলে জাপানি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ বাড়লে দেশে উৎপাদনশিল্পের বিকাশ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রযুক্তি ও শিল্পদক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এ সফরে বিনিয়োগ উদ্যোগটি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। আগামীকাল ২৭ অক্টোবর জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সানায়ে তাকাইচির সঙ্গে তার শীর্ষ বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। বৈঠক শেষে যৌথ বিবৃতি এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেবেন তিনি। দুই দেশের বিদ্যমান কৌশলগত অংশীদারত্ব জোরদার, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং উন্নয়ন সহযোগিতা বৈঠকের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হবে। এ ছাড়া আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়েও দুই নেতা আলোচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

সফরকালে প্রধানমন্ত্রী জাপানের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা জাইকা, জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন (জেবিআইসি) এবং জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশনের (জেট্রো) প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। মিতসুই অ্যান্ড কোম্পানি, সুমিতোমো করপোরেশন ও জেরা-সহ জাপানের বড় কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গেও তার আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী টোকিওতে বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক ফোরামে মূল বক্তব্য দেবেন। এতে দুই দেশের ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীরা অংশ নেবেন। বুধবার তিনি ইউনিক্লোর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করবেন এবং প্রতিষ্ঠানটির শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। সফরের শেষ দিন বৃহস্পতিবার নাগোয়া শহরে টয়োটা মোটর করপোরেশনের মোটোমাচি কারখানা পরিদর্শনের কর্মসূচি রয়েছে তার।

বাংলাদেশ ও জাপানের অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারে এ সফরকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (ইপিএ) সই হয়েছে। চুক্তিটির কার্যকর বাস্তবায়ন, জাপানের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের প্রবেশাধিকার সম্প্রসারণ এবং দুই দেশের ব্যবসায়িক যোগাযোগ বাড়ানো সফরের অন্যতম লক্ষ্য। প্রস্তাবিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের গাড়ি উৎপাদন, অন্যান্য শিল্প খাত এবং জ্বালানি অবকাঠামো উন্নয়নে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। একই সঙ্গে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং জাপানি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাংলাদেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর অংশীদারত্ব সম্প্রসারণের সুযোগ বাড়বে।

**প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে জাইকা প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ, বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রাধিকার বাস্তবায়নে জাপানের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান**

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রাধিকার বাস্তবায়ন, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নে জাপানকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

সোমবার জাপানের স্থানীয় সময় বিকাল ৫টা ১০ মিনিটে হোটেল ইম্পেরিয়ালে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার (জাইকা) প্রেসিডেন্ট ড. তানাকা আকিহিকোর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী এ আহ্বান জানান। এ সময় জাইকার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হারা শোহেই এবং সংস্থাটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর উপ প্রেস সচিব শাহাদাৎ স্বাধীন এসব কথা জানান। সাক্ষাতের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী ২০২৬ সালের জুলাইয়ে জাইকা প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফরের সময় ঢাকায় অনুষ্ঠিত ফলপ্রসূ বৈঠকের কথা স্মরণ করেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে জাপানের দীর্ঘদিনের সহযোগিতা ও জাইকার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান।

দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, আর্থসামাজিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা পূরণে জাপানের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দুই দেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও গভীর করে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নে জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা অব্যাহত রাখা জরুরি।'

বৈঠকে জাপানের সহায়তায় চলমান বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকা অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্পগুলোর অনুমোদন ও বাস্তবায়ন দ্রুত করার বিষয়েও আলোচনা হয়। বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়ন অগ্রাধিকার বিবেচনায় জাপানের কাছ থেকে সহজ শর্তে ঋণসহায়তা অব্যাহত রাখা এবং কারিগরি সহযোগিতা বাড়ানোর ওপরও গুরুত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী।

সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে- 'বাংলাদেশ-জাপান দক্ষতা উন্নয়ন অংশীদারত্ব' (বাংলাদেশ-জাপান স্কিলস পার্টনারশিপ) গড়ে তোলা, একটি 'প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন নগরী' (টেকনোলজিক্যাল ভিলেজ অ্যান্ড ইনোভেশন সিটি) প্রতিষ্ঠা এবং কৃষি আধুনিকীকরণ, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে জাপানি সহযোগিতা বাড়ানো।

এ ছাড়া বৈশ্বিক জ্বালানি খাতের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় গত বছরের মতো দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণ ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাজেট সহায়তা দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। জবাবে জাইকার প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের সমৃদ্ধি অর্জনে একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, এসব উদ্যোগ বাংলাদেশ ও জাপানের কৌশলগত অংশীদারত্বকে আরও সুদৃঢ় করবে এবং দুই দেশের অভিন্ন সমৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সাক্ষাতে বাংলাদেশের পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত, প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী-১ হুমায়ুন কবির, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত এবং প্রধানমন্ত্রীর ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ।

এ ছাড়া ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক বিশেষ সহকারী ড. মো. শাকিরুল ইসলাম খান, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দীকী, প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমনসহ বাংলাদেশ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

## দুই বছরের মধ্যে জেলা

(প্রথম পাতার পর)

রেডিওথেরাপি মেশিন স্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। সোমবার (২৬ অক্টোবর) ঢাকায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ক্যানসারের চিকিৎসা শুধু বিভাগীয় শহরকেন্দ্রিক না রেখে জেলা পর্যায়েও পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তিনি আরও বলেন, জনগণের প্রত্যাশা পূরণে স্বাস্থ্যখাতকে জনমুখী করে নতুনভাবে সাজানো হচ্ছে। এ লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে চলছে। স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে ওষুধের সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও রোগীদের খাবারের মানও উন্নত করা হয়েছে। ফলে রোগীদের মধ্যে সন্তুষ্টি বাড়ছে। চিকিৎসাসেবায় বাংলাদেশ খুব বেশি পিছিয়ে নেই উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও আধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আরও উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে। অতীতে অনিয়ম ও লুটপাটের কারণে স্বাস্থ্যখাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমান সরকার স্বাস্থ্যখাতকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে কাজ করছে। পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশিত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। এ সময় চিকিৎসকদের প্রশংসা করে মন্ত্রী বলেন, 'চিকিৎসকরা আমাদের সম্পদ। দেশের যেকোনো সংকটে তারা মানুষের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারা দিন-রাত পরিশ্রম করেন এবং মানুষের কল্যাণে যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকেন।চিকিৎসকরা রোগীদের ভালোবাসেন।' অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সাঈদ ফারহাত আনোয়ার। এ সময় জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোস্তাফা আজিজ সুমন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. জালাল উদ্দীন রুমি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আরশাদ মাহমুদ চৌধুরী, অধ্যাপক ড. হাসিন অনুপমা আজহারিসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

## ক্রসফায়ার নিয়ে আইজিপির

(প্রথম পাতার পর)

ব্যর্থতার ঢাল হিসেবে পুলিশপ্রধান কি ক্রসফায়ারকে ব্যবহার করতে চাইছেন?'সরকারের অনুমতির শর্ত জুড়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকে বৈধতা দেওয়ার পথ খোঁজা আইনসম্মতভাবে অপরাধ দমনে ব্যর্থতার স্বীকারোক্তি কি না, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।তিনি বলেন, 'পুলিশের দায়িত্ব পেশাদার তদন্ত, অপরাধী শনাক্ত এবং গ্রহণযোগ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে বিচারের মুখোমুখি করা। এর বিকল্প হিসেবে ক্রসফায়ারকে সামনে আনা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার সমাধান নয়; বরং পেশাগত দেউলিয়াত্বের দৃষ্টান্ত।'ইফতেখারুজ্জামান আরও বলেন, 'আইজিপি একই বক্তব্যে আইন ও সংবিধান অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের কথা বলেছেন, আবার সরকারের অনুমতি পেলে ক্রসফায়ার করার কথাও বলেছেন। এ দুই অবস্থান সাংঘর্ষিক। কোনো সরকারের অনুমতি বিচারবহির্ভূত হত্যাকে বৈধ করতে পারে না। সংবিধানের ৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদে সুরক্ষিত আইনের আশ্রয়লাভ এবং জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার নির্বাহী সিদ্ধান্তে বাতিল করা যায় না। অভিযোগ যত গুরুতরই হোক, বিচারপ্রক্রিয়া পাশ কাটিয়ে কাউকে হত্যার এখতিয়ার পুলিশের নেই।'বিচারবহির্ভূত হত্যার অতীত ঘটনাগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, 'সিনহা হত্যা মামলায় পুলিশ সদস্যদের দণ্ড এবং মামলাটির রায়সংক্রান্ত প্রতিবেদনে ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়, নির্যাতন ও হত্যার অভিযোগ এ পদ্ধতির ভয়াবহতা স্মরণ করিয়ে দেয়। টেকনাফের কাউন্সিলর একরামুল হক কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হওয়ার ঘটনায় পরিবারের প্রকাশিত অডিও ও হত্যার অভিযোগও ব্যাপক প্রশ্ন তুলেছিল। এছাড়া নারায়ণগঞ্জের সাত খুনের মামলায় সাবেক র‍্যাব কর্মকর্তাদের দণ্ড আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ক্ষমতার অপরাধমূলক ব্যবহারের বিচারিকভাবে প্রতিষ্ঠিত উদাহরণ।'অতীতের এসব ঘটনার পরও পুলিশপ্রধানের বক্তব্যে ক্রসফায়ারের সম্ভাবনা সামনে আসায় প্রশ্ন তুলে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'অতীতের অপরাধ থেকে পুলিশ কী শিক্ষা নিয়েছে, এর উত্তর পুলিশপ্রধানকেই দিতে হবে।'তিনি আরও বলেন, পুলিশপ্রধানের এমন বেপরোয়া ও অপরিণামদর্শী বক্তব্য মাঠপর্যায়ে বেআইনি বলপ্রয়োগের প্রচ্ছন্ন ছাড়পত্র হিসেবে প্রতীয়মান হতে পারে। যার দায়িত্ব বাহিনীকে আইনের মধ্যে থেকে পরিচালনা করা, তিনিই ক্রসফায়ারকে বিকল্প হিসেবে সামনে আনলে তার দায়িত্ববোধ ও নেতৃত্বের উপযুক্ততা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।'টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, 'গত ১৪ সেপ্টেম্বর আইনমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, সরকার সন্ত্রাস দমনে ক্রসফায়ারের পথে যাবে না এবং বিদ্যমান আইন দিয়েই সন্ত্রাস দমন সম্ভব। এরপরও পুলিশপ্রধান কেন সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে ক্রসফায়ারের সম্ভাবনা সামনে আনছেন, তার ব্যাখ্যা দিতে হবে। সরকারের ঘোষিত অবস্থান বাস্তবায়নে জবাবদিহি কীভাবে নিশ্চিত করা হবে, তা-ও স্পষ্ট করতে হবে।'বিজ্ঞপ্তিতে টিআইবি বলেছে, পুলিশের বলপ্রয়োগ অবশ্যই আইনসম্মত, প্রয়োজনীয় ও আনুপাতিক হতে হবে। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী, আগ্নেয়াস্ত্রের ইচ্ছাকৃত প্রাণঘাতী ব্যবহার কেবল জীবন রক্ষায় কঠোরভাবে অনিবার্য পরিস্থিতিতেই গ্রহণযোগ্য। এ সীমিত সুযোগকে বিচারবহির্ভূত হত্যার অনুমোদন হিসেবে উপস্থাপনের সুযোগ নেই।সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে পুলিশের সমালোচনা করার অভিযোগ প্রসঙ্গে টিআইবি বলেছে, কোনো সাংবাদিকের বিরুদ্ধে অপরাধের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে প্রমাণের ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। ঢালাও অভিযোগ মুক্ত গণমাধ্যমের নজরদারি ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং স্বাধীন সাংবাদিকতা নিরুৎসাহিত করার ঝুঁকি তৈরি করে। পুলিশের কাজের পরিবেশ ও সক্ষমতা নিশ্চিত করার প্রয়োজন বৈধ সমালোচনা এড়ানোর যুক্তি হতে পারে না।আইজিপির বক্তব্যের আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা গ্রহণ, প্রকাশ্যে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া, বক্তব্য প্রত্যাহার এবং প্রশাসনিক জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে টিআইবি। জবাবদিহি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আইজিপিকে দায়িত্ব থেকে অপসারণের দাবিও জানিয়েছে সংস্থাটি।

## যুদ্ধের ধাক্কায় ইউরোপে

(প্রথম পাতার পর)

২০২২ সালের ডিসেম্বরের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছে। প্রতি মেগাওয়াট-ঘণ্টায় এ দাম ১০৮ দশমিক ৮ ডলারের সমান।

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত তীব্র হওয়ায় বিশেষ করে শীতকালে ইউরোপের জ্বালানি চাহিদা মেটানোর সক্ষমতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) সরবরাহ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় এ উদ্বেগ আরও গভীর হয়েছে। একসময় বিশ্ববাজারে মোট এলএনজি সরবরাহের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ আসত এ অঞ্চল থেকে। কিন্তু বর্তমানে সেখান থেকে সরবরাহ গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৮০ শতাংশ কম। ইউরোপের জ্বালানি বাজারে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের এলএনজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে এ অঞ্চলে সংঘাত দীর্ঘায়িত হলে আন্তর্জাতিক বাজারে গ্যাসের সরবরাহ ও দামের ওপর আরও চাপ তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে শীতের সময় ঘরবাড়ি গরম রাখা, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং শিল্পকারখানায় জ্বালানির চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিলে তার প্রভাব ইউরোপের অর্থনীতিতেও পড়তে পারে।

পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের গ্যাস মজুতের বর্তমান অবস্থা। ইউরোপের গ্যাস অবকাঠামো খাতের সংস্থা গ্যাস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইউরোপের (জিআইই) তথ্য অনুযায়ী, ইইউর গ্যাস সংরক্ষণাগারগুলোতে বর্তমানে মোট ধারণক্ষমতার মাত্র ৭৪ দশমিক ৬ শতাংশ গ্যাস মজুত রয়েছে। মৌসুমি ঐতিহাসিক গড়ের তুলনায় এ হার উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

শীতের আগে গ্যাসের মজুত পর্যাপ্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া ইউরোপীয় দেশগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শীতকালে চাহিদা বেড়ে গেলে মজুত করা গ্যাসের ওপর নির্ভরতা বাড়ে। একই সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহ কমে গেলে কিংবা দাম বেড়ে গেলে নতুন করে গ্যাস সংগ্রহের ব্যয়ও বাড়তে পারে।

গ্যাসের দাম বাড়তে থাকলে ইউরোপের বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়, শিল্পকারখানার পরিচালন খরচ এবং পরিবারগুলোর জ্বালানি বিলের ওপর চাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চমূল্য বজায় থাকলে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে মূল্যস্ফীতির চাপও বাড়তে পারে।

সুতরাং বলা যায়, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে এলএনজি সরবরাহে বড় ধরনের পতন এবং ইউরোপের গ্যাস মজুতের তুলনামূলক নিম্ন হার- এই তিনটি বিষয় ইউরোপের জ্বালানি বাজারকে অনিশ্চয়তার মুখে ফেলেছে। শীত মৌসুম সামনে রেখে সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি না হলে গ্যাসের দাম আরও অস্থির হয়ে উঠতে পারে। তবে ভবিষ্যতে দামের গতিপথ নির্ভর করবে সংঘাতের পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক সরবরাহ এবং ইউরোপের মজুত বৃদ্ধির সক্ষমতার ওপর। সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি

## পে স্কেলের দাবিতে

(প্রথম পাতার পর)

হোসেন আজিজী গণমাধ্যমে এসব তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, আবেদন গ্রহণের দেড় মাস হতে চললেও এখনো বদলির ফল প্রকাশিত হয়নি। এতে নিজ বাড়ি থেকে শত শত কিলোমিটার দূরে চাকরিরত শিক্ষকরা অমানবিক জীবনযাপন করছেন।

অবিলম্বে শিক্ষকদের বদলির ফল প্রকাশ করতে হবে।

সরকারি চাকরিজীবীরা চলতি মাস থেকে নবম পে স্কেল অনুযায়ী বেতন পাবেন। অথচ এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা কবে থেকে নতুন পে স্কেল অনুযায়ী বেতন পাবেন, তা নিশ্চিত নয়। আজিজী বলেন, এই অনিশ্চয়তা দূর করতে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের পে স্কেল বাস্তবায়নের নির্দেশনা জারি করতে হবে।

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের শতভাগ উৎসব ভাতা না দেওয়া বৈষম্য বলে দাবি করেছেন এই শিক্ষক নেতা। বলেন, এই বৈষম্য দূর করে শতভাগ উৎসব ভাতা বাস্তবায়ন করতে হবে। এই তিন দাবিতে আগামী ৪ নভেম্বর অবস্থান কর্মসূচি পালন করবে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা।

## আকামার মেয়াদ শেষ হলেও

(প্রথম পাতার পর)

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান।

রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর প্রতি বক্তৃতায় প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী বলেন, সরকার ও রিক্রুটিং এজেন্সি এক হয়ে কাজ করলে জনশক্তি রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব। কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় কমাতে হবে। ৩ লাখ টাকায় যেখানে যাওয়া সম্ভব, সেখানে ৭-৮ লাখ টাকা নেওয়া অনুচিত। ব্যবসা হালাল উপায়ে পরিচালনা করুন এবং কর্মীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় থেকে বিরত থাকুন, যাতে সেই অর্থ তুলতে তুলতেই কর্মীদের সময় পার না হয়ে যায়।

তিনি আরও বলেন, কর্মীদের বিদেশ গমন প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও ভিসার বৈধতা দ্রুত যাচাইয়ে বিএমইটিতে আধুনিক প্রযুক্তি চালুর কাজ চলছে। পাশাপাশি যে কোনো অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য উন্মুক্ত ইমেইল সেবা চালু ও প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী গন্তব্য দেশের আইনকানুন যথাযথভাবে মেনে চলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রচার-প্রচারণায় সরকারের পাশাপাশি রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক, বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ড. এনামুল হক চৌধুরী, সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ড. আবদুল্লাহ জাফর এইচ বিন আবিয়া।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোখতার আহমেদ।

প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক সৌদি আরবে কারাবন্দি বাংলাদেশিদের আগামী রমজানে বিশেষ ক্ষমার আওতায় আনার বিষয়ে সৌদি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পাশাপাশি যেকোনো দ্বিপাক্ষিক সমস্যা যৌথ আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এজেন্সিগুলোকে অভিবাসন খরচ কমানোর আহ্বান জানান।

সৌদি রাষ্ট্রদূত জাফর আবিয়া বলেন, সৌদি আরবে নিজ দেশের নাগরিকদের পর সবচেয়ে বেশি বাস করেন বাংলাদেশের কর্মীরা। দুদেশের মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক আগামীতে শ্রম খাতে আরও জোরদার ও সমৃদ্ধ হবে।

আলোচনা সভায় বিএমইটির মহাপরিচালক জামিল আহমেদ, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মো. আসাদুজ্জামান, বোয়েসেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রাশেদুল হক উপস্থিত ছিলেন।

সভা থেকে রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতিনিধিরা তাকামুল পরীক্ষা প্রক্রিয়া সহজীকরণ, ফি হ্রাস, বিএমইটির ম্যানপাওয়ার সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন এবং রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করার দাবি জানান।

## সাংবাদিকরা মাদক থেকে

(প্রথম পাতার পর)

অকার্যকর হয়ে গেছে। সোমবার (২৬ অক্টোবর) সকালে রাজধানীর চকবাজারের শাহজাহান ইমাম টাওয়ারে কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির ইসলামিক ব্যাংকিং সেবা 'কমিউনিটি ইসলামিক'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অপরাধ দমনের বিষয়ে আইজিপি বলেন, পুলিশ বেশি কড়াকড়ি করলে 'ফ্যাসিস্ট' এবং নরম ভূমিকা রাখলে 'দুর্বল' বলে সমালোচনা করা হয়। অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সরকারের সবুজ সংকেত পেলে পুলিশ ক্রসফায়ার চালাতেও পিছপা হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, পুলিশকে আইন প্রয়োগের যথাযথ সুযোগ ও ক্ষমতায়ন না দিলে সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। এ সময় গুজব ও অপপ্রচারে কান না দিয়ে আইন অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে সবার সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

মাদকের বিস্তার প্রসঙ্গে আইজিপি জানান, বিগত সরকারের আমলে পাড়া-মহল্লায় মাদকের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল। তৎকালীন ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি পুলিশের কিছু অসাধু সদস্যও মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থেকে মাসোহারা নিতেন। তবে বর্তমান পুলিশ বাহিনী নিজের ঘর থেকেই শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছে উল্লেখ করে তিনি জানান, গত দুই মাসে ২৭ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশ 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে কাজ করছে।

জুলাই অভ্যুত্থানের পর পুলিশের সংকটময় পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে আইজিপি বলেন, সে সময় পুলিশ সদস্যরা রাস্তায় দায়িত্ব পালন করতে ভয় পেতেন। সেখান থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে একটি স্বস্তিদায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে পুলিশ দিন-রাত পরিশ্রম করছে।

## উপনির্বাচনের আগে

(প্রথম পাতার পর)

মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে কাজ করবেন জানিয়ে তিনি আরও বলেন, নির্বাচনি এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ড্রোনের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে বডি-ওর্ন ক্যামেরা ও কে-৯ ডগ ইউনিট।

যেকোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা ও সহিংসতা প্রতিরোধে বিজিবি সদস্যরা সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন বলেও জানান তিনি।

বিজিবি সেক্টর কমান্ডার বলেন, ভোটাররা যেন নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করাই বিজিবির প্রধান লক্ষ্য। একই সঙ্গে সব প্রার্থী যাতে সমান সুযোগ পান এবং স্বাভাবিকভাবে নির্বাচনি প্রচার কার্যক্রম চালাতে পারেন, সে বিষয়েও কাজ করা হচ্ছে। এ জন্য প্রশাসন ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় রাখা হচ্ছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে সীমান্ত এলাকায়ও নজরদারি ও টহল জোরদার করা হয়েছে। চোরাচালান, অবৈধ সীমান্ত পারাপার ও সম্ভাব্য নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ঠেকাতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিজিবি।

নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে স্থানীয় জনগণ, রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, প্রার্থী, প্রশাসন ও গণমাধ্যমকর্মীদের সহযোগিতা চেয়েছে বিজিবি।

এর আগে নির্বাচনি পরিবেশ প্রভাবমুক্ত, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ রাখতে বহিরাগতদের অবস্থানে নিষেধাজ্ঞা জারি করে জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) সকাল ৮টা থেকে শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) বিকেল ৪টা পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে। এ সময়ে নির্বাচনি এলাকার বাসিন্দা বা ভোটার নন, এমন ব্যক্তিরা সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থান করতে পারবেন না বলে নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ঠাকুরগাঁও সদর, রুহিয়া ও ভুল্লী উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটিতে মোট ভোটার ৫ লাখ ১৬ হাজার ১৩৮ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৫০ হাজার ৫৩ জন, নারী ভোটার ২ লাখ ৫৬ হাজার ৫৭২ জন ও তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার চারজন। ঠাকুরগাঁও-১ আসনের উপনির্বাচনে পাঁচজন প্রার্থী রয়েছেন। তারা হলেন বিএনপির মির্জা ফয়সল আমীন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও সমমনা দলগুলোর প্রার্থী দেলোওয়ার হোসেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. খাদেমুল ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মো. আব্দুল আলীম নিজামী ও বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী হুসাইন মুহাম্মদ ওমর ফারুক। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে আসনটি ছেড়ে দেওয়ায় ঠাকুরগাঁও-১ আসনটি শূন্য হয়। সেই শূন্য আসনেই আগামী ২৯ অক্টোবর উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) সকাল ৮টায় শেষ হচ্ছে নির্বাচনি প্রচার কার্যক্রম।

## স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও জ্বালানিমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যার দায়িত্ব দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা। তা বাদ দিয়ে- তিনি এখন সংবিধান সংশোধন কমিটি নিয়ে ব্যস্ত আছেন। কাজেই আমরা মনে করি তিনি আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকতে পারেন না। একই সঙ্গে জ্বালানি খাতে যে বিপর্যয় এসেছে জ্বালানি মন্ত্রী তিনি এর দায় এড়াতে পারেন না।'

সংবাদ সম্মেলনে ক্ষমতাসীন বিএনপির ভূমিকারও সমালোচনা করেন এনসিপির আহ্বায়ক। তিনি অভিযোগ করেন, 'বিএনপি ক্ষমতায় গেলেই ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চায়।' এ সময় আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়েও কঠোর অবস্থানের কথা জানান নাহিদ ইসলাম। নির্বাচনে কোনো ধরনের কারসাজি বা 'ইঞ্জিনিয়ারিং' মেনে নেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, 'এ ধরনের পরিকল্পনা থাকলে বিএনপি পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করতে পারবে না।'

## দুদিনের বর্ণাঢ্য

(প্রথম পাতার পর)

প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘ পথচলায় রাজপথের আন্দোলন-সংগ্রাম ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে বিএনপির এই প্রধান সহযোগী সংগঠনটি। বর্তমানে যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আবদুল মোনায়েম মুন্না এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন।

৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার ও আগামীকাল বুধবার (২৭ ও ২৮ অক্টোবর) দুদিনব্যাপী সামাজিক সেবামূলক ও বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ১৩ অক্টোবর যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কর্মসূচির বিস্তারিত জানানো হয়।

ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, আজ মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) প্রথম প্রহরে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে নয়াপল্টনস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সারা দেশে দলীয় কার্যালয়গুলোতে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। বেলা ১১টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ের জিয়া উদ্যানে স্বাধীনতার মহান ঘোষক, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং গণতন্ত্রের মা বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে। এতে কেন্দ্রীয় যুবদল এবং ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ যুবদলের নেতাকর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেবেন।

এরপর বেলা ১২টায় নয়াপল্টনে যুবদলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচতলায় স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি ও ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করা হবে। এছাড়া রাজধানীসহ দেশব্যাপী জেলা ও মহানগর পর্যায়ে আলোচনা সভা, শোভাযাত্রা (র‍্যালি), সমাবেশ, বৃক্ষরোপণ, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, মৎস্য পোনা অবমুক্তকরণ এবং অসহায়-দুস্থদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণসহ বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্বশীলতামূলক কর্মসূচি পালিত হবে।

কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন আগামীকাল বুধবার (২৮ অক্টোবর) দেশের সব উপজেলা, থানা, পৌরসভা ও অধস্তন ইউনিটসমূহ নিজ নিজ সুবিধাজনক সময়ে আলোচনা সভা, র‍্যালি, সমাবেশ, স্বেচ্ছায় রক্তদান, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও সামাজিক সেবামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করবে।

যুবদলের সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন কেন্দ্র থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ের সব স্তরের নেতাকর্মীকে ঘোষিত এসব কর্মসূচি সুশৃঙ্খলভাবে পালন ও সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন।

## এবার সিঙ্গাপুরে তেলের মজুদ

(প্রথম পাতার পর)

ও জ্বালানি বাজারে অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি ও বাব আল-মানদেব প্রণালি দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তাদের সরবরাহব্যবস্থা নতুন করে সাজাতে হচ্ছে। ওয়াশিংটন ইনস্টিটিউট ফর নিয়ার ইস্ট পলিসির সংকলিত তথ্য অনুযায়ী, হরমুজ প্রণালি ও এর আশপাশের জলপথে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার ক্ষেত্রে চলতি বছরের অক্টোবর সবচেয়ে খারাপ মাসে পরিণত হয়েছে। এসব হামলা জ্বালানি পরিবহনের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে এবং তেল সরবরাহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ আরও জটিল করেছে।

বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহনপথ হরমুজ প্রণালি দিয়ে বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল ও অন্যান্য জ্বালানি পরিবহন করা হয়।

অন্যদিকে, বাব আল-মানদেব প্রণালিও আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটি জলপথে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হলে তেল পরিবহনে বিলম্ব, জাহাজ চলাচলের ব্যয় বৃদ্ধি এবং সরবরাহের অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে। এ পরিস্থিতিতে সিঙ্গাপুরে তেল মজুতের সিদ্ধান্তকে সরবরাহব্যবস্থার ঝুঁকি মোকাবিলায় আরামকোর একটি কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এশিয়ার অন্যতম প্রধান জ্বালানি বাণিজ্যকেন্দ্র সিঙ্গাপুরে তেল সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে প্রয়োজন অনুযায়ী আঞ্চলিক বাজারে সরবরাহ পরিচালনা করা সহজ হতে পারে। একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথে অস্থিরতা দেখা দিলে সরবরাহব্যবস্থার ওপর চাপ সামাল দেওয়ার সুযোগও বাড়বে।

এদিকে, আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার (আইইএ) প্রধান ফাতিহ বিরোলও বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারের দীর্ঘমেয়াদি পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

সোমবার সিঙ্গাপুরে একটি শিল্পবিষয়ক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ২০২৭ সালেও জ্বালানি বাজার যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ শুরুর আগের অবস্থায় ফিরে যাবে বলে তিনি মনে করেন না।

বিরোলের এ বক্তব্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সংঘাতের প্রভাব কেবল তাৎক্ষণিক সরবরাহসংকটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; জ্বালানি পরিবহন, বাজারের স্থিতিশীলতা এবং সরবরাহব্যবস্থার ওপর এর প্রভাব দীর্ঘায়িত হতে পারে।

বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তেল উৎপাদক সৌদি আরবের জন্য এ পরিস্থিতিতে সরবরাহব্যবস্থার বিকল্প ও অতিরিক্ত সক্ষমতা গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ। সিঙ্গাপুরে তেল মজুতের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আঞ্চলিক সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় আরামকোর নমনীয়তা বাড়তে পারে।

তবে এ উদ্যোগ আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে কতটা ভূমিকা রাখবে, তা নির্ভর করবে সংঘাতের গতিপ্রকৃতি, সমুদ্রপথের নিরাপত্তা এবং বৈশ্বিক তেলের সরবরাহ পরিস্থিতির ওপর।

সব মিলিয়ে, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের প্রভাবে জ্বালানি পরিবহনে অনিশ্চয়তা বাড়তে থাকায় সৌদি আরামকোর সিঙ্গাপুরে তেল মজুতের পরিকল্পনা সরবরাহব্যবস্থা সুরক্ষিত রাখার বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ। একই সঙ্গে আইইএ প্রধানের সতর্কবার্তা ইঙ্গিত দিচ্ছে, সংঘাতের প্রভাব কাটিয়ে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারকে আগের অবস্থায় ফিরতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। সূত্র: আল-জাজিরা

## ডেঙ্গুতে আরো ৫ জনের

(প্রথম পাতার পর)

অক্টোবর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গুবিষয়ক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে বরিশাল বিভাগে ২৩২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২৪০ জন, ঢাকা বিভাগে ৯৮২ জন, খুলনা বিভাগে ২৮৪ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ১২১ জন, রাজশাহী বিভাগে ২৪৬ জন, রংপুর বিভাগে ২৪৬ জন এবং সিলেট বিভাগে ৪০ জন রয়েছেন। এ নিয়ে চলতি বছরে ৩৮৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১ লাখ ২৬ হাজার ১৬৬ জন।

## ৭ নভেম্বরের চেতনা

(প্রথম পাতার পর)

দলের প্রস্তুতিমূলক যৌথসভা শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর দেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ওই সময় দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। ৭ নভেম্বরের চেতনা ছিল এসব অনিশ্চয়তা কাটিয়ে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চেতনা।

তিনি বলেন, তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বাকশাল প্রতিষ্ঠা এবং ধারাবাহিক রক্তক্ষয়ী ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের মধ্যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল। সাধারণ মানুষ ও সেনাসদস্যদের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ৭ নভেম্বরের বিপ্লব সংঘটিত হয়।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বলেন, ৭ নভেম্বরের পর দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম পরিচালনা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, ভবিষ্যতে কোনো অগণতান্ত্রিক শক্তি জনগণের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে ৭ নভেম্বরের চেতনা আবারও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করবে। এ চেতনা স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষায় সবাইকে অনুপ্রাণিত করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

যৌথসভায় ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপির বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেন রুহুল কবির রিজভী।

তিনি জানান, ৭ নভেম্বর সকাল ৬টায় ঢাকায় বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সারা দেশের সব দলীয় কার্যালয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। দিবসটি উপলক্ষে কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকাসহ দেশের সব জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হবে।

তিনি আরও জানান, ওই দিন বেলা ১১টায় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও মরহুমা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করা হবে।

এ ছাড়া বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন দিবসটি উপলক্ষে পোস্টার প্রকাশ ও আলোচনা সভার আয়োজন করবে। ছাত্রদলের উদ্যোগে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর কর্মসূচিও রয়েছে। বিএনপির বাইরের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনও দিবসটি উপলক্ষে কর্মসূচি পালন করবে বলে জানান তিনি।

রিজভী বলেন, বিএনপির আলোচনা সভার সম্ভাব্য তারিখ হিসেবে ৬ নভেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। দলের চেয়ারম্যানের সম্মতি পাওয়ার পর এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে। অন্যান্য অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের কর্মসূচির তারিখও চূড়ান্ত করে লিখিতভাবে জানানো হবে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যৌথসভায় দলের যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, হাবিব উন নবী খান সোহেল, শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আজাদ ও সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্সসহ বিএনপি এবং দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব, দিবসটি পালনের কর্মসূচি এবং কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।

## হাম উপসর্গে আরও ৬ মৃত্যু

(প্রথম পাতার পর)

কোনো শিশুর মৃত্যু হয়নি। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারা দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ১ হাজার ১২৯ শিশুর। আর হামে আক্রান্ত হয়ে আরও ১০৪ শিশু প্রাণ হারিয়েছে। অর্থাৎ হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে এই সময়ে মোট ১ হাজার ২৩৩ শিশু মারা গেছে।

এছাড়া ২৪ ঘণ্টায় ৭৮ শিশু হামে আক্রান্ত হয়েছে, আর হামের উপসর্গজনিত রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ৩৮৮। এই সময়ে ১ হাজার ২৯৬ শিশু নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, আর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ১ হাজার ৩৬২ শিশু। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, ১৫ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত মোট সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ২ লাখ ২২ হাজার ৫৫২, আর নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ২৩ হাজার ৪৭৮। এর মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মোট ১ লাখ ৯৭ হাজার ৯৯৯ রোগী, যাদের মধ্যে ১ লাখ ৯০ হাজার ৩৬ জন ছাড়পত্র পেয়ে ইতোমধ্যে বাড়ি ফিরেছে।